যুগান্তর

তারিখ AUG 02 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

মঙ্গলবার শিক্ষার্থীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আগে প্রবেশপত্র দেখা হচ্ছে যুগান্তর

জবি খুলল আড়াই হাজার পুলিশ প্রহরায়

● ছাত্র সংগঠনগুলোর মহড়া-পাল্টা মহড়া

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

আড়াই হাজারের বেশি পুলিশ প্রহরায় মঙ্গলবার খুলেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৭ জুলাই ছাত্রদল-ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের পর ১৪ দিন ক্যাম্পাস বন্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় খোলাকে সামনে রেখে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ ও শিবির নিজ নিজ শক্তি প্রদর্শনের প্রস্তুতি নেয়।

খুলল : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

খুলল : জবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহড়া-পাল্টামহড়া দেয়। এতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসকে শান্তিপূর্ণ রাখতে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করায় শেষপর্যন্ত কোন ধরনের সহিংসতা ছাড়াই প্রথমদিন পার হল। ইসলামী ছাত্রশিবিরকে ছাত্রদল-ছাত্রলীগসহ কোন সংগঠনই ক্যাম্পাসে মেনে নিতে চাচ্ছে না। এ কারণে যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশপত্র পরীক্ষা করে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়া হয়। মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম। ক্যাম্পাস ছাড়াও সদরঘাট, কোতোয়ালি থানা, ইসলামপুর, বাংলাবাজার, জনসন রোড, লক্ষীবাজার, শাঁখারীবাজার, কোর্ট-কাছারি, রায়সাহেববাজারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকা ছিল এক প্রকার পুলিশের দখলে। গরমপানি, জলকামান, টিয়ার শেল, রাবার বুলেটসহ রণপ্রস্তুতি নিয়ে পুলিশের সশস্ত্র উপস্থিতি গোটা এলাকায় সৃষ্টি করে এক ভীতিকর পরিস্থিতি। ক্যাম্পাসে পুলিশ, এসবি, এনএসআই, ডিজিএফআইসহ গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতি এমনই ছিল যে, অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী কোহিনুর আক্তার বিথীর মতে শিক্ষার্থীদের চেয়ে পুলিশের সংখ্যাই বেশি। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অলিউল ইসলাম সোহরাব বলেন, অনেকদিন পর ক্যাম্পাস খুলেছে। সংঘর্ষের একটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু উপাচার্যের পদক্ষেপে আজকের জন্য তা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মামুন হোসেন উপাচার্যের পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেন, শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশের স্বার্থে ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা যেতে পারে।

মহড়া-পাল্টামহড়া : সকাল ৯টার মধ্যে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা ঢুকে পড়েন ক্যাম্পাসে। তারা লাইন দিয়ে একে একে এসে জড়ো হন মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য চত্বর এলাকায়। পরে সভাপতি নিজামুল হক নাঈম ও সাধারণ সম্পাদক সুলতানুর রহমানের নেতৃত্বে দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সভাপতি বিজ্ঞান ভবন ও সাধারণ সম্পাদক কলাভবন এলাকায় যান। উভয় গ্রুপ ক্যাম্পাসে বেলা পৌনে ১১টায় মহড়া দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ভাস্কর্য পাদদেশে শিবির সমবেত হলে পুলিশ এসে তাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এ সময় শিবিরের সভাপতির সঙ্গে পুলিশের বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তারা অবস্থান ত্যাগ করে ক্যাম্পাসে মহড়া দেয়। শিবিরের ক্যাম্পাস ত্যাগের পরই ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে পৃথক মহড়া দেয়। মহড়া দেয়ার আগে ছাত্রলীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপনের নেতৃত্বে নেতৃবৃন্দ অবকাশ ক্যাফেটেরিয়ার নিচের টেবিলে ও ছাত্রদল কলাভবন ও বিজ্ঞান ভবন এলাকায় পৃথক টেবিলে অবস্থান নেয়। পরে ছাত্রলীগ কামরুল হাসান রিপনের নেতৃত্বে ও ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান খোকন ও কামরুল ইসলামের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে মহড়া দেয়। তিনদলের পৃথক মহড়া-পাল্টামহড়ায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমসহ বিভিন্ন ভবনে নিরাপদ আশ্রয়ে যায়। ছাত্রলীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপন বলেন, রাজাকার ও স্বাধীনতাবিরোধী চক্র জামায়াতের দোসর শিবিরের এ ক্যাম্পাসে ঠাঁই নেই। সাধারণ ছাত্ররা ওদের মেনে নেয় না। আমরাও মেনে নেব না। প্রয়োজনে বুকের রক্ত দিয়ে শিবিরচক্রকে প্রতিহত করা হবে। ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক খোকন বলেন, ক্যাম্পাসে সবার রাজনীতি করার অধিকার আছে। পুলিশের ভূমিকা সন্তোষজনক। উপাচার্যের পদক্ষেপকে তিনি অভিনন্দন জানান। খোকন বলেন, ক্যাম্পাসকে শান্তিপূর্ণ ও শিক্ষার উপযোগী রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা তার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সদাজাগ্রত। এছাড়া ছাসদ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাজ্জাদ হোসেনের নেতৃত্বে ছাসদ ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়েছিল। জবি শাখার সভাপতি হারুন, সাধারণ সম্পাদক মুরাদ, মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক শামসুসহ তার সঙ্গে নেতাকর্মীরা বেলা দেড়টা পর্যন্ত অবস্থান নেন।

শিবিরের বাড়তি আয়োজন : শিবিরের বৈধ কার্ডধারী শিক্ষার্থীরা লাইন দিয়ে ক্যাম্পাসে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল ৯টায় ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ পৃথক যে দুটি লাইন ছিল— তার একটি ছিল শিবিরের। ক্যাম্পাসের ভেতরে আক্রান্ত হলে তাদের উদ্ধার করতে কিংবা শক্তির পরীক্ষায় জয়লাভ করতে শিবির বাড়তি আয়োজন করে। এরই অংশ হিসেবে তারা জগন্নাথের চারদিকে বিশেষ করে রাইদুর শাহ পার্কের চারদিকে শিবিরের কয়েকশ' ক্যাডার অবস্থান নিয়েছিল। এরা সবাই ছিল বহিরাগত এবং রাজধানীর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত।

উপাচার্যের তৎপরতা : সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক এসআই খান ক্যাম্পাসে মহড়া দেন। তিনি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে জটলা বেঁধে থাকা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন ও তাদের ক্লাসে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। উপাচার্য অবকাশ ক্যাফেটেরিয়ার নিচতলায় এসে ছাত্রলীগকে টেবিল ছেড়ে যেতে বলেন। এ সময় ছাত্রলীগ সভাপতিসহ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে উপাচার্যের বাকবিতণ্ডা হয়। ক্যাম্পাসে শিবিরের মহড়া ও আগমনের জন্য নেতৃবৃন্দ উপাচার্যকে দায়ী করেন। পরে তিনি ছাত্রদলের টেবিলে গিয়ে নেতাকর্মীদের উঠিয়ে দেন।

লাইন কোর্ট-কাছারি ছুঁয়েছে : প্রথম বর্ষ থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত মোট ৮টি ব্যাচের মধ্যে ৩টি ব্যাচের ক্লাস সাসপেন্ড রয়েছে। অনার্সের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীদের সকাল ৮টায় ক্লাস ছিল। এ কারণে ভয়ে অনেক শিক্ষার্থী সকালে আসে। কিন্তু প্রধান গেটে পুলিশের সহায়তায় শিক্ষকদের চেকপোস্ট তাতে বাধা দেয়। লাইন দিয়ে শিক্ষার্থীদের ঢুকতে হয় পরিচয়পত্র দেখিয়ে। এতে লাইন গিয়ে পৌঁছে যায় বাহাদুর শাহ পার্ক ও গোলচত্বর হয়ে কোর্ট-কাছারি পর্যন্ত। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে প্রায় আধাকিলোমিটার দীর্ঘ এ লাইনে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রিয় ক্যাম্পাসে যায়। অনেকে এ ঝক্কি এবং সম্ভাব্য সংঘর্ষের আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত ক্লাসে না গিয়ে ফিরে যায়।

শিবিরাগতরা ঠিকই এসেছে : কঠোর কড়াকড়ির মধ্য দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকলেও শিবিরাগতরা ঠিকই গিয়েছে ক্যাম্পাসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অনেকে ভুয়া পরিচয়পত্র এবং ভর্তির রশিদ দেখিয়ে পুলিশ ও শিক্ষকদের চোখ ফাঁকি দেয়। এদের মধ্যে বেশিরভাগই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী।

৫ প্লাটুন পুলিশ : গোটা ক্যাম্পাসে মোতায়েন ছিল ৬৫ প্লাটুন পুলিশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন সংলগ্ন ফাঁকা খোলা চত্বরটিতেই কেবল পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার ২৯টি গাড়ি এবং মাইক্রোবাস ছিল। এটি পরিণত হয়েছিল বাস ডিপোতে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য চত্বর, বাণিজ্য ভবন, কলাভবন এলাকায় পুলিশের সরব উপস্থিতি ভয়ের পাশাপাশি উৎসুক শিক্ষার্থীদের মাঝে কৌতূহলেরও সৃষ্টি করে।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : উপাচার্য অধ্যাপক এসআই খান বলেন, ক্যাম্পাসের শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখতে কর্তৃপক্ষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করে বলেন, শিক্ষকদের সার্বিক সহায়তায় আজ (গতকাল) পরিবেশ ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের তিনি ধন্যবাদ জানান।